প্রবাসীর স্বর্ণ ছিনতাই, বিমানবন্দর ছাত্রদলের সভাপতি-সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৩

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় এক প্রবাসীর পাঠানো ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের অভিযোগে বিএনপি ও ছাত্রদলের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে বিমানবন্দর থানা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন।
শনিবার রাতে ও রোববার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন বিমানবন্দর থানা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন, সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন শান্ত এবং বিমানবন্দর সাংগঠনিক ইউনিট বিএনপির সভাপতি আব্দুর রউফ। এ ঘটনায় রুবেল নামে আরও একজনকে আসামি করা হয়েছে, যিনি বর্তমানে পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

LENS ASIA

উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মির্জা তারেক বেগ তিনজনকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এক প্রবাসীর ভাইয়ের করা মামলার ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলছে।

পুলিশ জানায়, গত ২৯ আগস্ট মো. সুমন নামে এক ব্যক্তি বিমানবন্দর থানায় মামলাটি করেন। মামলায় আব্দুর রউফকে ১ নম্বর, রিপনকে ২ নম্বর, আল-আমিন শান্তকে ৩ নম্বর এবং রুবেলকে ৪ নম্বর আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, বাদীর বড় ভাই কাউসার মালয়েশিয়া প্রবাসী। একটি বিয়ে ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য গত ২৮ আগস্ট তিনি মালয়েশিয়া থেকে ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার পাঠান।

সুমন তার বন্ধু রোহান চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে রাত ৮টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রবাসীর পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১০০ গ্রাম করে মোট ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার বুঝে নেন। পরে তারা ভাড়া করা একটি মাইক্রোবাসে করে বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করেন।

এজাহারে অভিযোগ করা হয়, রাত ৮টা ৫ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর থানার আওতাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বলাকা ভবনের বিপরীত পাশে পৌঁছালে আসামিরা তাদের মাইক্রোবাসের গতিরোধ করেন। সুমন ও রোহান গাড়ি থেকে নামার পর তাদের ঘিরে ধরে মারধর করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, আসামিরা তাদের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দাবি করেন এবং তাদের কাছে বোমা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। একপর্যায়ে তাদের কাছ থেকে ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার নিয়ে আসামিরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

এ সময় স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে সুমন ও রোহানকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এজাহারে বলা হয়েছে, এক পথচারী কৌশলে মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন।

পরে ঘটনাস্থলে মানুষের উপস্থিতি বাড়তে থাকলে আসামিরা ছিনিয়ে নেওয়া স্বর্ণালংকার নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।